সুলতান মুহাম্মদ রাজ্জাক (পি.এইচ.ডি, ডি.লিট, নাইট)

১৯৫৯ সালে বাংলাদেশের পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১১ বছর বয়সে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে শিশু শিল্পী হিসাবে যুক্ত হন। তিনি একজন সফল সাংস্কৃতিক চিন্তাবিদ এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কনভেনশন প্রবর্তনের প্রবক্তা এবং বিশ্ব সংস্কৃতি আন্দোলনে সক্রিয় কণ্ঠস্বর। সুলতান মুহাম্মদ রাজ্জাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি সামাজিক উন্নয়ন এবং গণমাধ্যমে বিষয়ক একাডেমিক ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন – সামাজিক উন্নয়ন এবং গণমাধ্যমে। তিনি আজীবন বিশ্ব সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও সাহিত্যকর্মে অবদানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মানসূচক ডক্টরেট, ডক্টরেট অফ লিটেরেচার উপাধি অর্জন করেন। তিনি UNESCO Escolar, Spain থেকে "UNESCO এক্সপার্ট লিডার (d' Animador UNESCO)" পেশাগত ডিগ্রি এবং UNESCO Thailand থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে আইসিটি বিষয়ে একটি কোর্স সম্পন্ন করেন।

তিনি ১৯৯৭ সালে অনলাইন নিউজলেটার কৃষ্টিকথা (সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা) প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে ভলান্টিয়ার (২০০০ সালে) যা বিশ্বজুড়ে ১০,০০০ এরও বেশি ঠিকানায় পৌঁছে যায়। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থার জন্য ১৮টি ভিডিও ডকুমেন্টেশন তৈরি করেছেন। তিনি ৪০টিরও বেশি গবেষণা পরিচালনা করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাংলাদেশের ৫২টি উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকার সংস্কৃতি এবং উপজাতীয় জীবনধারার পর্যবেক্ষণ এবং উন্নয়নে কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ এবং ভারতের সীমান্ত অঞ্চলের উভয় দিকে মানবিক ও সাংস্কৃতিক আচরণ সম্পর্কেও একটি পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা পরিচালনা করেছেন। তিনি ২০০৪ সালে বার্সেলোনায় ওয়ার্ল্ড কালচারাল ফোরামে সাংস্কৃতিক বিনিয়োগ বিষয়ক ১৪১টি প্রশ্নের একটি উন্মুক্ত দর্শক সেশনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ফোরাম ফর কালচার অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (১৯৯৪), গ্রাম থিয়েটার (১৯৮১-১৯৯৪), এবং বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন (১৯৮১) এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

তিনি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতিদের সংস্থা (IAUP)-এর সদস্য, International Network of Cultural Diversity (INCD)-এর স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য এবং ওয়ার্ল্ড কালচার ওপেন (WCO)-এর উপদেষ্টা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি একজন নাট্যকার, পরিচালক, কবি, গীতিকার, অভিনেতা, গল্পকার, সমসাময়িক শিক্ষাবিদ এবং অনুবাদক। গবেষক হিসেবে তিনি বিভিন্ন বিখ্যাত সম্মেলন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন।

তার প্রকাশিত নাটক: বেহুলা, গোইগেরামের পালা, পলোনাথ কোম্পানি, আফের, মানিকজোড়, শিরোনামহীন, কালাপানি, লিলিবানুর সংসার, সবার উপরে মানুষ সত্য, ইঁদুর, জনগণের পালা, ফসিল, এবং বাউত।
কবিতা: রুবাইয়াত-এ-সুলতান (৭ খন্ড, ৩০০০টি চতুষ্পদী কবিতা), অনার্য কথামালা, বিদর্শন, অলীক বিদর্শন, মানবী এবং বিকেলি ফুল, স্বপ্ন কল্পদ্রুম, অনার্য কথামালা, সিন্দবাদের ধ্রুবতারা, নুহার নৌকা এবং ক্রুগার পার্ক, কিছু জীবাশ্ম ফুল, হে আমার জনতা, নিসর্গ পাঠ, ডুয়েল মেলোডি। অনুবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রোমান্টিক যুগের ১০ কবির ১০০ কবিতা, রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম অনুবাদ করেছেন।
তিনি নাটক রচয়িতা হিসাবে, শিক্ষাবিদ, সংগঠক এবং কবি হিসেবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছেন।
তাঁর সকল প্রকাশনা নিম্নের লিংকে থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যায়।

https://archive.org/details/@sultanmuhammadrazzak
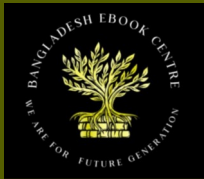
সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
আমাজনিয়া সিন্ড্রোম
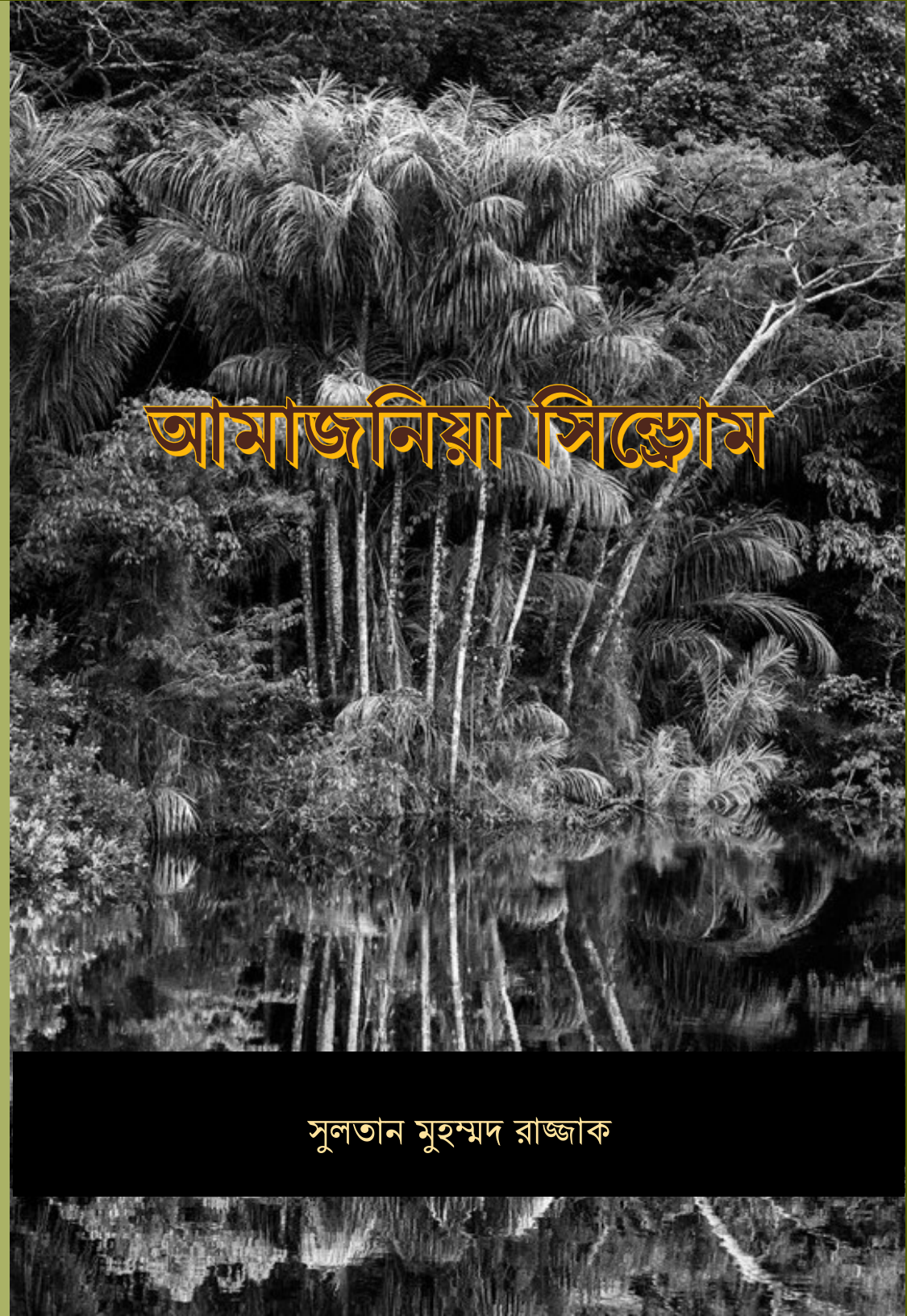
আমাজনিয়া সিন্ড্রোম

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

আমাজনিয়া সিন্ড্রোম

রচনাঃ সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
ই বুক প্রকাশনাঃ নভেম্বর ২০২৪
প্রচ্ছদ ও অলংকরণঃ সকল ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত
মোবাইলঃ +৮৮০১৭১২২০০৬৬৭
প্রকাশনায়ঃ বাংলাদেশ ইবুক সেন্টার
Email: fchd.bd@gmail.com

বইটি বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে,
লেখক সম্মানী কেউ দিতে চাইলে তা কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহন করা হবে।

Author: Sultan Muhammad Razzak
E book publication : November 2024
Cover and other pictures: Taken from Internet with courtesy.
Mobile: +8801712200667
Published by: Bangladesh eBook Center
Email: fchd.bd@gmail.com

If any reader would like to honor writer, please send your money to BKash No-+8801712200667

সূচীপত্র

প্রেম না প্রজনন

প্রেম না প্রজনন

রাত
অন্ধকার
ঘুটঘুটে
আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ আকাশে
আমি যেন বনভুমী
পড়ে আছি চিৎ হয়ে-
আমার শরীর জুড়ে
বৃক্ষ, লতা পাতা ফুল ফল
মিষ্টি তিক্ত ফল শিকড় বাকড়
ক্যানাবিস, সায়ানাইডের বৃক্ষ
সব দাঁড়িয়ে
পাতার উপরে যে সুর বাজে
অন্য সুর বাজে পাতার নীচে!
মৌমাছি মধু চাক
বিষ পিঁপড়ের বাসা
সাপ আর কুমির
আরও কত প্রাণীদের ভীড়-
জানিনে প্রেম সেথা আছে কিনা
তবে প্রজনন আছে আদি থেকে!
নদী
বিষ মাখা জল
দাঁতালো মাছ, কুমির
আরও কত কিছু

পাখীদের দল
পাখায় জীবনের নানা রঙ মেখে
গান গাইতে উড়ে বেড়ায়
আর মেঘ ভরা
ঝড়
বৃষ্টি
ফুল ফল
গমের দানা
জানিনে প্রেম সেথা আছে কিনা
তবে প্রজনন আছে আদি থেকে!
আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ আকাশে
আমি যেন বনভুমী
পড়ে আছি চিৎ হয়ে-
নিজের দেহের সব কি চিনি আমি?
দেহের ভিতরে বাহিরে
কত অচেনার সাথে সাথে আমি চলি।

রাত
অন্ধকার
ঘুটঘুটে
আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ আকাশে
কে যেন থাকে সেথায়
কারা যেন দিয়েছে তার নাম ইশ্বর

জানিনা কি চেয়েছে সে
প্রেম না প্রজনন আদিকাল থেকে!
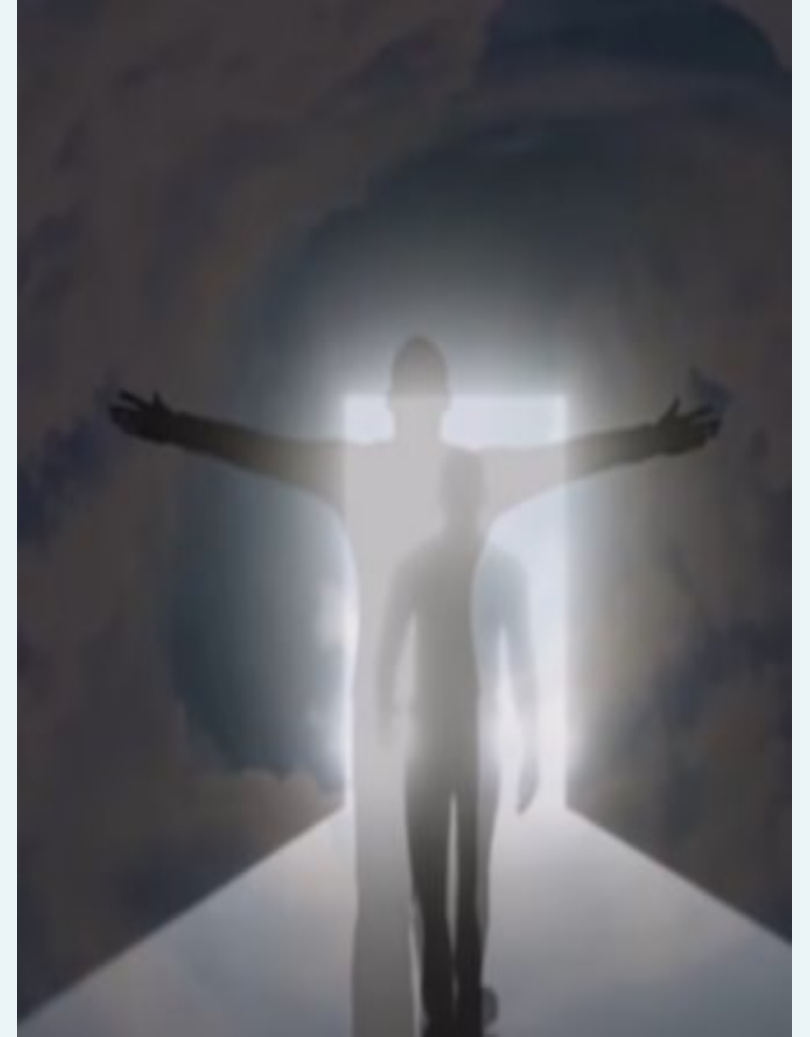
একজন লম্বা মানুষ আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে

একজন লম্বা মানুষ আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে

আমি তাকে আমার হৃদয়ে অনুভব করি
আমার পিছনে লম্বা লোকটি-
কেন সে আমার পিছনে হাঁটছে-!
আমি ঘুরলাম
বারবার তাকে দেখার চেষ্টা করলাম
কিন্তু আমি তাকে কখনো দেখিনি।
একদা
গভীর আমাজন জঙ্গলে
বিষাক্ত পিঁপড়ার মৌচাকে হাত দিলাম,
আহ,
ঠিক তখনই হাজার হাজার পিঁপড়া আমাকে আক্রমণ করে
অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম
ঝোপ ভেঙ্গে দৌড়াতে লাগলাম
পাখি, বন্য প্রাণী এবং বনের পাতা
এমনকি বনের ওপরের মেঘও চিৎকার করে উঠল
আর তখন আমার পেছনে লম্বা লোকটা

শব্দ করেনি-
বরং আমার কাছে তাই মনে হয়েছে
সে নিঃশব্দে হাসল
আমি তার জন্য রাগান্বিত এবং দুঃখিত
আমি আকাশের দিকে চিৎকার করে উঠলাম
তুমি কে?

আমাজনের সব গাছের পাতা ঝড়ে ভেঙে পড়ে
লক্ষ লক্ষ গাছের পাতা
মাটিতে পড়ল
তারপর পাথরের নীরবতা...

আমার মনে...
সে তখন আমার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল
সেই লম্বা মানুষ...

আমাজনীয় হও

আমাজনীয় হও

যখন জলমগ্ন ছিলাম,
রাতের আকাশকে বলতাম

হে আলোর তারা তোমরা নেমে এসো
আমার শরীরের উপর একটি সুন্দর উলকি আঁকো

একটা জঙ্গল আর মেঘ
অগণিত গাছ আর নদী
সবুজ সাপ
এবং কালো প্যান্থার
বিষাক্ত পিঁপড়া এবং
বড় রঙিন পাখি
বন্য খরগোশ
আর মৌমাছি
এবং আমার শরীরে সব উল্কি
গাছ হয়ে গেল
নাম না জানা হাজারো গাছ
আর দ্রাক্ষালতা একসাথে জট পাকিয়ে থাকলো
দাঁতালো কুমির
আর ডলফিন

একসাথে হাসে
সন্দেহহীন
দ্বিধাহীন
হিংসাহীন
এই খেলার নাম
বেঁচে থাকা
একসাথে

দেয়ালবিহীন পৃথিবীতে
যা আজ তারা করেছে
সেই প্রাচীরবিহীন বিশ্বকে বলা হয় আমাজন
আর সেখানে সবার নাম
আমাজনীয়
মানুষ নয় - যে শব্দটি বিশ্বকে বিভক্ত করেছে
দেয়াল তুলে তুলে ...

আকাশ আমার ডাক শুনেছে
হাজার বছর ধরে আমার শরীরে উল্কা এঁকেছে
আকাশ থেকে আগুনের উল্কা ফেলে ফেলে
জট পাকানো শিকড়ে বাকড়ে সব লেখা আছে...
পড়ে দেখ
আর সবাই
আমাজনীয় হও....

জন্মের পরে আর মৃত্যুর আগে

জন্মের পরে আর মৃত্যুর আগে

আকাশের দিকে
চেয়ে থেকেছি অনন্তকাল
উজ্জ্বল তারাগুলোকে বলেছি
এখানে পতিত হও
এই বুকে
জ্বলে ওঠো বীজ হয়ে

আমার বুক জুড়ে
আল্পনার
আলপথ ধরে ধরে
জেগে ওঠো
বৃক্ষ লতাপাতা হয়ে।

আমি তাকে বহুবার বলেছি
কেন আমার বুকভরা তৃষা!
সেই তাকে-
বিপরীতমুখে
আমার বিপরীতে থাকে-
আমি চাই নাই কোন কলম
চাই নাই কোন গ্রন্থিক হতে-
তবু কেন আমার
বুক ভরা তৃষা

বল, কেন তৃষা এ নয়নে দেখার
রাত ভর ফুল ঝরে ঝরে
আকাশ হয়ে রবে
নদী তটে শীতের সকালে
বল কেন বুক ভরা তৃষা?

আমার বিপরীতে সেই
হেসে বলে
তুমি এখন জন্মের পরে
আর মৃত্যুর আগে!

নিষিদ্ধ বৃক্ষতলে

নিষিদ্ধ বৃক্ষতলে

বুঝিনা আমি কে এখানে-
গিলগামেশ না এনকিডু?
আমি কোন চরিত্রে
এই মাটির উপরে অভিনয় করি!
একজন হেরে যাই দেবতা হয়ে
আরেকজন হেরে যাই নিরেট মানুষ!

হা ঈশ্বর,
যুদ্ধের রুপকথা আমিও পড়ি
হয়তো কোন যোদ্ধার রক্ত বহন করেনা এ ধমনী
তবু তো বহন করি
তরবারীর ঝিলিক আর অশ্বের খুর ধ্বনি অন্তরে আমার
অন্তর চোক্ষে দেখি কালাকালের সব যুদ্ধ- যা আছে লেখা
হেরে গেছ,

হয়ত এমনই এক আমাজন বনে-
লিলিয়ান ফেলে গেছে সব,
যে স্বর্গ তাকে দিয়েছিলে তুমি-
অবজ্ঞায় সবকিছু ফেলে
চলে গেছে কোন এক নিরালা নিরবাসনে
হেরে গেছ তুমি
হেরে গেছ তুমি বার বার
এমনই এক আমাজন বনে
নিষিদ্ধ বৃক্ষতলে-

সমুদ্রের নীল নোনা সাধ

সমুদ্রের নীল নোনা সাধ

এক চিলতে মেঘ জমে ছিল
কাকচক্ষু জলাশয়ে
তার পাড়ে
পুরোন গাছের শেকড়ে বাকড় পেঁচিয়ে
এক লতাবৃক্ষ- লালফুল
দোল খায় বাতাসে-

জলের ভিতরে তার ছবি
আয়না সামনে রেখে নিরালায়
যেন এক কিশোরীর মুখ
বুক ভরা কত গান
হয়নি আজও গাওয়া।

জলের আয়নায়
মুখ দেখে আকাশের মেঘ যেন বলে
আজও তুমি জানো নাই-

কত প্রাণ একসাথে
প্রেমে পড়ে সমুদ্র হয়
সব গল্প বুকে নিয়ে ভাসি
আমাকে ডাকো না কেন বৃক্ষের ভূমি?

সমুদ্রের নীল নোনা কথা নিয়ে ভাসি
কত প্রেম
কত কথা
কত সুর
কত রঙ
তোমার আকাশে ভাসি-

সাহারার প্রেম ক্ষুধা নিয়ে
আমাকে বুকে নাও পৃথিবীর রানী
আমি সমুদ্রের সাধ নিয়ে
আবার জেগে উঠি
নব কিশলয়ে
ফুলে ফুলে ও ফলে!

জীবন কি তবে গল্পের এক বুনোপথ

জীবন কি তবে গল্পের এক বুনোপথ

যত মন
তত গল্প এ পৃথিবীতে
কে কার খোঁজ রাখে বল!

ঐ যে রাতের আকাশ
জ্বলজ্বলে তারাদের দেশ
স্তরে স্তরে গল্প জমে আছে।

আর দেখ এই মেঠো পথ
এখানেও এই পথ দিয়ে
কত প্রাণ হেঁটে গেছে সুখ দু:খ নিয়ে
এ ধুলোতে সব লেখা আছে
এ ধূলোতে কত আছে সুর
বেদনা বিধুর
কত যুদ্ধ
বিদ্রোহ
বেঁচে থাকার কত কবিতা!

আমাজনে
এই ঘন বনে জলের ভিতর
কুমির ছানা, মাছেদের দল
পূর্ণিমার রাতে
জলের ভিতর মাথা তুলে দেখে কিনা চাঁদ?

কোন কবির অন্তর
তার পায়না খবর!

আর জলাভূমির
শেকড়ে জটবাধা বৃক্ষের দল
কি স্বপ্ন দেখে, যখন
বিকেলের নীলাকাশে
ঘন সাদা মেঘ রয় ভেসে।

জানা নেই সে গল্পগুলো
যে পাতা ঝরে পড়ে কেবলই হাওয়ায়
কি লেখা থাকে সেথায়
শুধু মৃত্যু
নাকি জীবনের হাজার রুপকথা
আর কিছু স্বপ্ন?
যা হয়নি পূরণ!

জীবন কি তবে গল্পের এক বুনোপথ?

নীরব গাছের বুকে লেখা রূপকথা

নীরব গাছের বুকে লেখা রুপকথা

শিকড়ে লেখা কত রুপকথা
আমি জানি নীরবতায় কত ফুল ফোটে
কত গল্প ঝরে পরে পাতায় পাতায়
এমন কি গাছের শিরা উপশিরা
বয়ে যায় বৃক্ষ পাতার সীমানা ছুঁয়ে।

এখানে মাটির উপরে
অরণ্যের গভীরে কোথাও
বহুদূর বয়ে যায় নদী
যেন এক লুকিয়ে থাকা কল্পনার স্রোত
সবুজ ছায়ায় ঢাকা সব দিন, সব রাত।

আমাদের কল্পনায় বেঁধে রাখা
জীবনের সকল রঙ, সব স্মৃতি
যেন এক অনন্ত বৃত্তের ভেতর
বৃষ্টির ফোঁটা আর রোদের খেলায়
নতুন করে জাগে প্রতিটি শাখা, প্রতিটি পত্র।

এখানে প্রতিটি শ্বাসে, প্রতিটি শিকড়ে
রচিত হয় ইতিহাস, রূপকথা
যা কেউ শুনতে পায় না, শুধু অনুভব করে
হাওয়ায় ভেসে আসে গন্ধ মাটির, পাতার, জীবনের।

আমরা খুঁজে ফিরি সেই সব ছায়া
যা আড়ালে লুকিয়ে রাখে আমাদের গল্প
আমাদের ইতিহাস, আমাদের ভবিষ্যৎ

এমন কি বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটায় লেখা
একটি করে নতুন অধ্যায়, একটি করে নতুন জীবন।
এখানে মাটির উপরে
অরণ্যের গভীর রহস্যে
লুকিয়ে থাকে সেই সব কল্পকথা
যা শিকড়ে লেখা ছিলো বহু যুগ আগে।
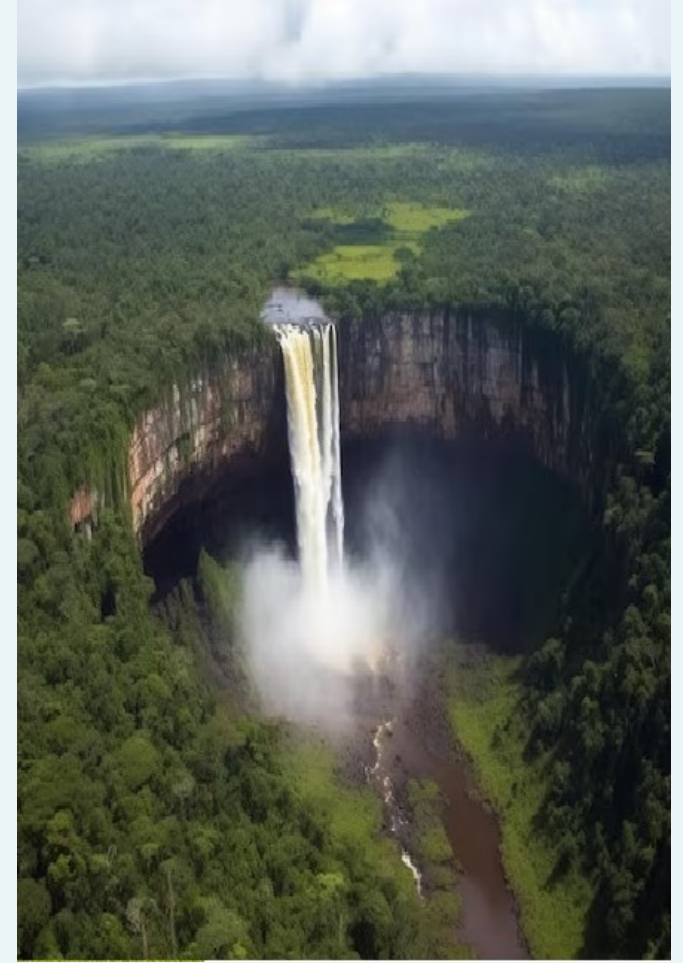
আমাজনের বুকে মিঠে জলের গান

আমাজনের বুকে মিঠে জলের গান

বৃক্ষের শাখায় বাতাসে ওঠে সুধা-মাখা ধ্বনি,
পৃথিবীর বুকে কত শত জনম ধরে,
প্রাণ-প্রকৃতি মিলেছে এ নদীর সাথে।

মাছেরা জলে খেলে, পাখিরা ডাকে,
পৃথিবীর প্রাচীন গল্প শোনায় বনস্পতি,
মানুষের চোখ অন্ধ, দেখেনি সে নদীর অন্তর,
ধ্বংসের মত্ততায় ভেঙে যায় সব সুর।

বৃক্ষের নীরব কোল, বনের গভীর স্বপ্ন,
কেউ শোনে না পাতায় পাতায় জমে থাকা কান্না,
জীবনের শাখায় ছড়িয়ে থাকা মিঠে জলের স্রোত,
মানুষের চোখ খুঁজে ফেরে কেবল তার বিজয়ের পথ।

তবু নদী বয়ে চলে নীরব আর কোমল,
জলের বুকে জীবন আঁকে মধুর কোলাহল,
বনের প্রাণ জানে—এ জলই তাদের স্বর্গ,
মানুষ কি জানে? সে নিজেই এই নদীর সন্তান।

তুমি কি শোনো, নদীর স্রোতে ভাঙা কান্নার সুর?
মানুষ শুধু কেটে ফেলে বৃক্ষের গোপন গীত,
পাখির ডানায় হারিয়ে যায় দিনের মায়া,
অরণ্যের বুকে জমে উঠে বিষাদের ব্যথা।

তবু নদী বলে, "তুমি আমার বুকের কণা,"
তুমি কেন শোনো না এ মাটির চিরকালীন স্বপ্ন?
মানুষ তো জানে না, তার ধ্বংস ক্ষণিকের খেলা,
প্রকৃতি সব জানে, সে শিখিয়ে দেয় সবই নিরালা।

মিঠে জলে এক নীরব দোলা জাগে,
বনে বাজে প্রকৃতির চিরন্তন অনুরাগ,
তুমি যদি শোনো, নদী বাঁচাবে তোমায়,
মানুষ, শোনো নদীর ডাক—তোমার মুক্তি তারই মাঝে।

আমাজনিয়ান রসায়ন

আমাজনিয়ান রসায়ন

এ দেহ বিভাজন করে
কিছু রসায়ন ছাড়া
কি পেয়েছি!

বনস্পতির বৃক্ষ ফুল লতায় পাতায়
শিকড়ে বাকড়ে
আরো আরো জীবনদায়ী
রসায়ন খুঁজে খুঁজে ফিরি
আমাদের দেহে,
অবলা প্রাণী- কীট পতংগ
ব্যবচ্ছেদ করে- খুঁজে ফিরি কাকে?

আয়নার সামনে ধারালো ছোরার চোখ নিয়ে
দাঁড়ানো হে আমি
কাকে খোঁজ বল হে মানুষ?
কখনো কি দেখেছি স্বপ্নে
এই আমি সেই এক আমাজন দেহ?

হাজার নদীতে
জল বয়ে চলে
সুখ বয়ে চলে
কান্না বয়ে চলে

চাঁদ ভেসে থাকে বুকে
ভেসে থাকি তুমি আর আমি এক্স ওয়াই
অপূর্ব রসায়নে-

হাওয়ায় শিস দেয় চারদিকে বৃক্ষের পাতা
আর পাখীরা হেসে উঠে
দল বেধে বেধে উড়ে যায়-

আর আমাজন বনস্পতির ডাইনে বায়ে
পিছনে সামনে আকাশ পাতাল জোড়া
আয়নার সামনে - দেখি
আমি সব রসায়নের মেঘ কুয়াশা বৃষ্টি নিয়ে
দাঁড়িয়ে আছি- এক আমাজনিয়ান।
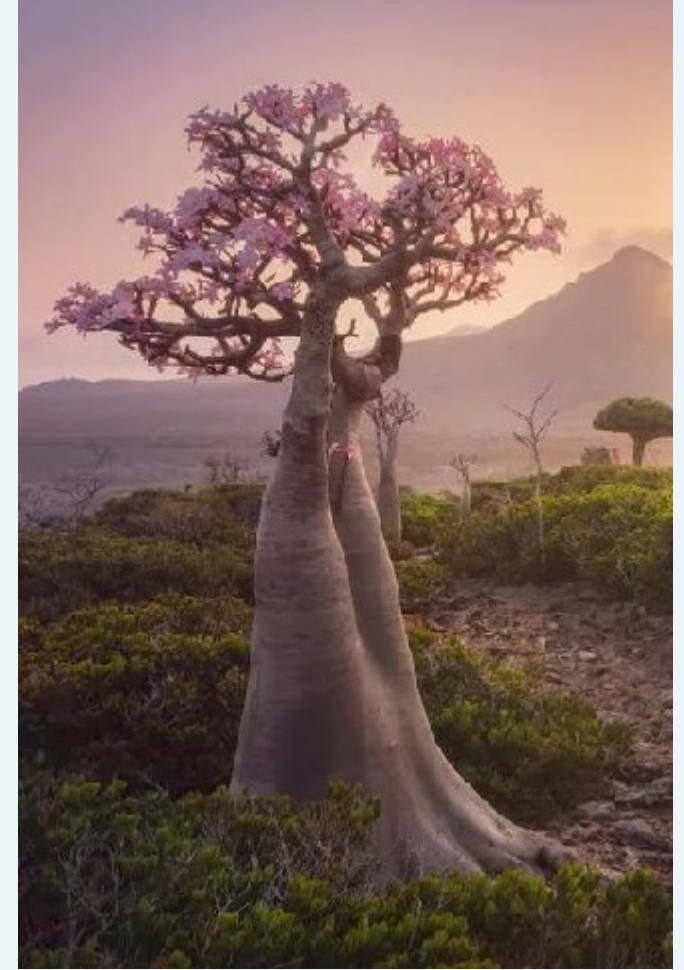
আমি সুকাত্রার ফুল

আমি সুকাত্রার ফুল

আমি সুকাত্রার ফুল,
ভাবতাম, অন্ধকারের আঁধারে জন্মেছি আমি,
একা এই দ্বীপে
হাজারো বৃক্ষের ভীড়ে এই পৃথিবীতে,
আকাশে আমি দেখেছি কত আলোর প্রদীপ
একদিন চাঁদ কথা কয়ে ওঠে-
তুমি জানো না, তোমার পিতামহীরা আজো বেঁচে আছে
আমাজনে!

পেলব নরম রঞ্জিন পাপড়িগুলে,
মেঘের চোখের জলে ভিজে যায়।
আমি দাঁড়িয়ে থাকি হাজার বছর,
একা, নিবিড় অন্ধকারে কার জন্যে বল!

পাহাড়ের ঢালু পথে,
ঝরনা যেখানে গোপন শব্দে গানে ভাসায়,
সেখানে আমি, নির্জন বনের কোণে,
দাঁড়িয়ে আছি কার জন্যে বল!।

যখন ঝড় আসে,
ঝড়ের তীব্র ঝাপটায় লড়াই করি,
কখনো ভাঙি, কখনো গড়ি।

আমি বেঁচে থাকি সুকাত্রা ফুল
কার জন্যে বল!

আমি সুকাত্রার ফুল,
মৃত্যুর মতো একা একা এক দ্বীপে,
আমাজন থেকে বহু দূরে
হাজার বছর ধরে একা একা
আমাজন থেকে বহুদূরে
তবুও আমার প্রতিটি শিরা,
বেঁচে থাকি সুকাত্রা ফুল
একাকী বয়ে নিয়ে চলে জীবনের মন্ত্র।

আমি জানি না,
কত দূর যেতে হবে আমাকে,
তবুও প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্তে,
আমি ফুটে থাকি,
জীবনের ক্ষুদ্রতম রূপে।

আমি সুকাত্রার ফুল...

ছায়াপথে নক্ষত্রের সন্তর্পণ যাত্রা

ছায়াপথে নক্ষত্রের সন্তর্পণ যাত্রা

আরো সন্তর্পণে,
নি:শব্দে পা ফেলে যাও,
ঘুম যাতে ভেঙে না যায় এ অরণ্যের—
নিশীথ রাত, ঘুমায় সব বৃক্ষরা হেথা।

শুধু তুমি নও, হে নক্ষত্র মানুষেরা,
এখানে জল, নদী, মেঘ, সমুদ্র, পাহাড়,
সারি সারি বেঁধে অদ্ভুত এক ছায়াপথ।

আকাশে কি দেখ?
নক্ষত্র, মেঘ, চাঁদ-সূর্য—
মরুর হাওয়ায় উড়ে যায় ধূলিকণা,
আকাশের বুকে বাস করে
এক বিশাল নক্ষত্র।

এ অরণ্যের পাতা থেকে উড়ে যায়
বাস্পের কণা, স্বপ্নের সমুদ্র বুকে।

এখানে শুধু নক্ষত্রের নীরব গান,
ঝরে পড়ে পাতা, বাতাসের মৃদু ছোঁয়ায়।

তুমি কেবল শোন, শুনে যাও গভীর।

তুমি জানো না, কে যে ডাকে এ পথে,
কোন আদি-অন্তের ডাক
এ গহন ছায়াপথের শেষ প্রান্তে।

এখানে কেউ নেই, শুধু স্বপ্নেরা জেগে
অরণ্যের মাঝে গড়ছে নতুন পথ,
তুমি দেখো সেই অদেখা মিছিল।

সব যেন চেনা,
সবার পরিচয় শুধু "নাক্ষত্রিক প্রাণ"।
আরো সন্তর্পণে পা ফেলো এ পথে,
ঘুম যেন না ভাঙে এই নক্ষত্রের সন্তানদের!
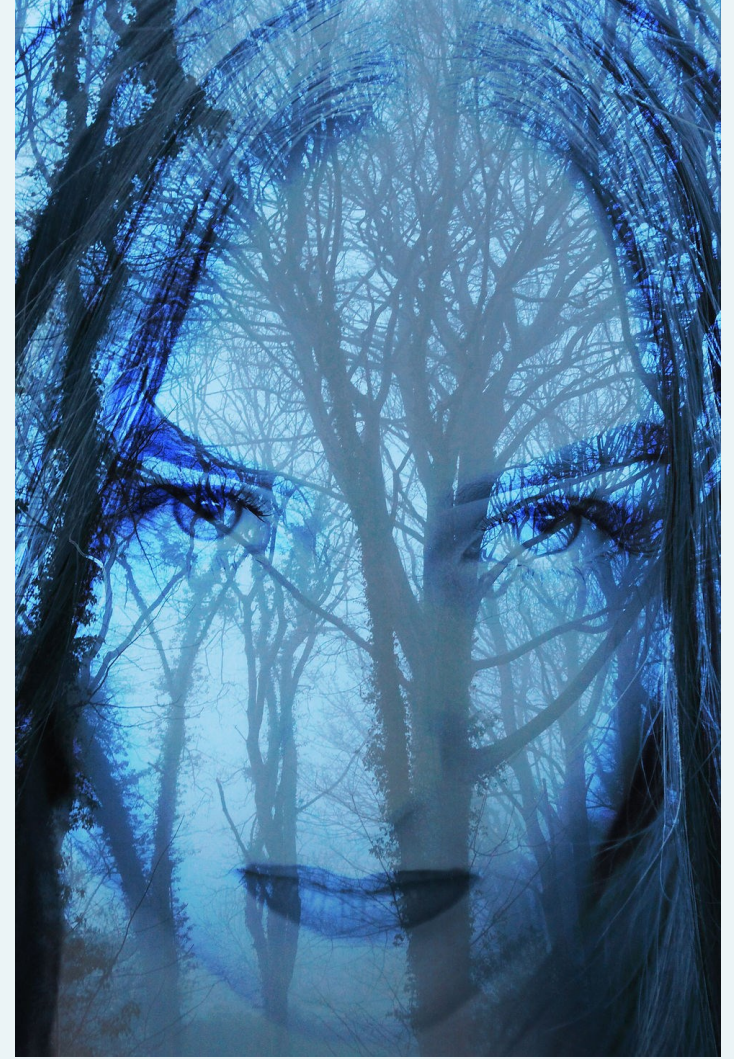
একটা যুগ ছিল-নাম ছিল সর্বপ্রাণবাদ

একটা যুগ ছিল-নাম ছিল সর্বপ্রাণবাদ

সমুদ্র আর আকাশ জানে ফুল পাতাদের গল্প
আজ তোমরা তো ভুলেই গেছ
জ্ঞানবৃদ্ধ বুড়ো বুড়িদের কথা
যারা তোমাদের আকাশের গল্প শোনাতো
শোনাতো বৃক্ষদের গল্প
শোনাতো সকল পশুপাখী, কীটপতঙ্গ এবং জলজ প্রাণীদের কথা
মানুষের সাথে তাদের ভালোবাসার গল্প!

আর পাতা আর জীবনদায়ী বৃক্ষদের কথা—
যেখানে দিনরাত কুয়াশা জমে থাকে
আর মেঘদের গল্প
আর নদী, সমুদ্র, পাহাড়ের গল্প!

যখন তোমরা পাহাড়ে উঠতে
ঝড়ে ভেঙে পড়া গাছের ডালও বলতো, এসো
আমি তোমার হাতের লাঠি হই
আর যখন তোমরা সমুদ্রে নামতে চেয়েছো
বৃক্ষরা বলেছে—এই তো, আমাকে ভেলা বানিয়ে নাও
তোমরা যখন আকাশে উড়তে চাইতে
আমাজনের হাজারো টিয়ারা বলে উঠতো
তোমরা অবশ্যই উড়বে—
আমাদের চেয়ে আরো আরো উপরে!

সেই সর্বপ্রাণবাদের যুগকে ভুলে গেলে?

সমুদ্রের ঢেউ কি এখনো টমাদের গান শোনায়?
যেখানে তুমিই ছিলে তার সুরের প্রথম শ্রোতা!
যে সুরে মিশে আছে, তোমারই হারানো ছন্দ।
এখনো কি মনে পড়ে, ঝর্নার জলে ধুয়ে ফেলা ক্লান্তি?

যে ঝর্না তোমার তৃষ্ণার একান্ত সহচর ছিলো একদিন।
যে মিষ্ট জলের সন্ধান তোমাকে দিয়েছিল কোন এক বুনো প্রাণী।
তোমরা কি ভুলে গেছ সেই মুষল বর্ষা?
যে ভিজিয়ে দিতো তোমার মনের জমে থাকা শূন্যতা?

তোমরা হারিয়ে ফেলেছো প্রকৃতির কণ্ঠস্বর
আর সেই সঙ্গে হারিয়ে গেছে তোমাদেরও নিজস্ব সুর!
ভুলে গেছ কোন একটা যুগ ছিল — তার নাম ছিল সর্বপ্রাণবাদ!

আমরা ভুলে যাচ্ছি

আমরা ভুলে যাচ্ছি

আমি বলেছি...
অনেকবার বলেছি...
অন্ধকারে...
আমি কখনো অন্ধকারের গভীরতা মাপতে পারিনি
আমি কখনো দেখিনি চাঁদ উঠতে
অথবা সূর্য উদিত হতে আমার ভিতরে
কিন্তু বৃষ্টির শব্দ আমি শুনেছি, এখনও শুনি।

রাতের তৃতীয় প্রহরে
আমি স্বপ্নে দেখেছি তারা ভরা আকাশ
আমার চোখের খুব কাছে...

আর
রাতের শেষে ফোটা ফুলের সুগন্ধ
আর পাখিদের গান
যা সকাল বেলায় গুঞ্জন করে...
আর আমি নিজেকে বলি-

শুধুই নিজেকে...
কারণ আমি বুঝতে পেরেছি তুমি আমাকে বুঝবে...

আমার অনুভূতিগুলো
আমি প্রতিদিন আমার সকল সাথীদের হারাচ্ছি
যাদের সাথে আমি সচেতনতার যাত্রা শুরু করেছিলাম

আমার বন্য জীবন
পুরানো পাথরের জীবন
নতুন পাথরের জীবন
আর আজ পর্যন্ত সব যুগ

যা তুমি ভাগ করে দিয়েছো....
দেখো,
আমি তোমাদের স্মরণ করার চেষ্টা করছি
সব সাথী
আমি জানি, প্রাচীনকাল থেকে
তালিকাটি অনেক বড়....
আমি বলি...

তুমি মনে করো...
আমাদের সব প্রিয় সাথীদের যাদের আমরা ভুলে গেছি...
আমরা এখন আছি
যে সময়কে আমরা সভ্যতা বলেছি...
আমাদের সামনে কে ছিল?

ঈশ্বর নিজেও প্রার্থনা করেন

ঈশ্বর নিজেও প্রার্থনা করেন

আমার মনে হয়,
প্রতিদিন রাতেই ঈশ্বর কাঁদেন,
আর প্রার্থনা করেন...

আমার মনে হয়,
মজা নয়, প্রিয় কবি,
আমি যা তোমাকে ফিসফিস করে বলছি-
অন্ধকারের ক্যানভাসে কোথাও,
একটি আকাঙ্ক্ষিত হাত স্বর্গের চিত্র আঁকে।

এমনকি ঈশ্বরও প্রার্থনা করেন
এই পৃথিবীর মানুষের কাছে:
"ওহ, আমার সৃষ্টি, মহাবিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে আছো,
আমি যা কিছু সৃষ্টি করেছি, করেছি তোমার ভালোবাসার জন্য-
হিংসা নয়, প্রতিহিংসা নয়,
যুদ্ধের জন্য তো নয়।

ঈশ্বর বলেন:
"আমার প্রিয়জনেরা, আমি তোমাদের একটি বন উপহার দিয়েছি
যাতে তোমরা শ্বাস নেবার জন্য বাতাসকে শুদ্ধ করতে পারো,

আর গাছের মাঝে প্রাণের শ্বাস বইয়ে দাও-
এটা এক চিরন্তন চক্র, বিশুদ্ধ এবং অন্তহীন।"

পাহাড় দাঁড়িয়ে থাকে,
স্বপ্নের জন্য যা সমস্ত রাজ্য অতিক্রম করে,
আর সমুদ্র-নদী-বৃষ্টি-
সব একসাথে জালের মতো বোনা।

সর্বত্র,
জমিতে, জলের নিচে,
আকাশের ওপরে আর তারও পাড়ে-
সবকিছু একতার মালায় গাঁথা।
আমি সবকিছুই সৃষ্টি করেছি, শুধুই ভালোবাসার জন্য।

ওহ, আমার প্রিয়রা,
তোমরা কি শুনতে পাও?
তোমরা কি অনুভব করতে পারো?
আমার আবেদন..."

মহাকাশে স্বপ্নের যাত্রা

মহাকাশে স্বপ্নের যাত্রা

শিকড় বাকড়ে স্বপ্ন,
ফুল হয়ে ফুটে ওঠে,
আর ফুলের রেণু বাতাসের ভিতর।
এ জনমের টেসলা যারা আছো-
স্বপ্ন ওরাও আকাশের দিকে,
তোমাদের টেস্টটিউব কি
ভরে গেছে আমাদের ছাড়া?

আমরাও যেতে চাই
তোমাদের সাথে,
মহাকাশের পথ ধরে
তোমরা যেখানে যেতে চাও!

দেখ, আমরা গর্ভবতী হই,
রেণু ছড়াই ভালোবাসার,
অরণ্যের স্বপ্ন দেখি!
আমাদের নিয়ে যাও
তোমাদের সাথে,
মহাকাশের পথ ধরে
তোমরা যেখানে যেতে চাও!

মহাকাশে অচীন সব গ্রহে-
আমরাও সাথী হবো
আর মানুষ আর বৃক্ষের মহাকাব্যে।

আমাদের ফেলে যেও না
এই পথের শেষে।
মহাকাশের পথে
তোমাদের যাত্রা...
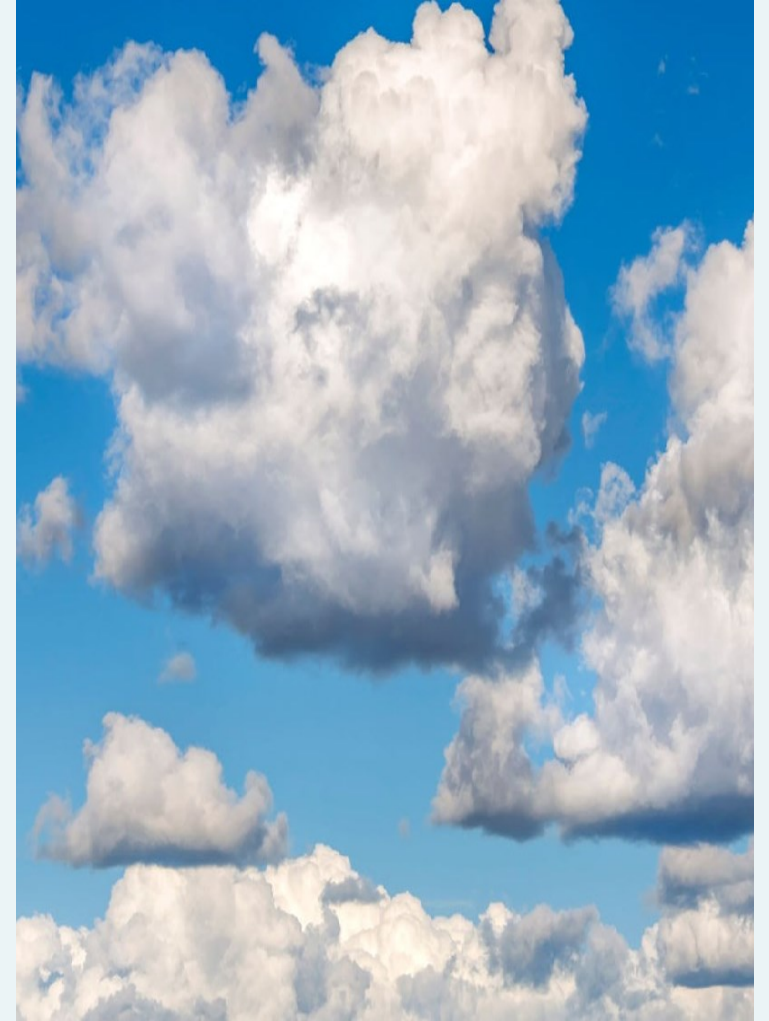
সেই মেঘ

সেই মেঘ

আমার বুক ভরা শুধু ঝরে পড়ার স্মৃতি।
কখনো প্রচন্ড দাবদাহে আকাশ থেকে জমিন পুড়ছিল,
বনে বনে আগুনের নৃত্য, যেন সেই প্রাচীন খান্ডবদাহনের যুগ।
পাহাড়, বন, মরুভূমি—সবাই স্তব্ধ ছিল আগুনের জ্বলন্ত নিঃশ্বাসে,
প্রাণীকুল ধুঁকছিল, ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছিল জীবন।
জলবাসী প্রাণীরা পর্যন্ত আরাম খুঁজছিল মরুভূমির পথে,
জলে ছিল না আর আশ্রয়, ছিল শুধু দগ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা।
আমি তখন ঘূর্ণায়মান বাস্প,
একসময় বিশাল মেঘখণ্ডে রূপ নিলাম—কালো, জলভরা।
আমি উড়ছিলাম পোড়া অরণ্যের ওপর দিয়ে,
বৃক্ষের পাতা ঝরে পড়ছিল, পুড়ে যাওয়া পাতার শেষ নিঃশ্বাসে
আমাকে তারা উপহার দিল এক মুহূর্তের নির্জনতা।
মরুভূমি, শুষ্ক মাটির নিচে, বলল,
“এত বছর পরে, অবশেষে শান্তির ছায়া এলো আমার বুকে।”
আর নদীগুলো, শুকনো কিন্তু প্রতীক্ষায় থাকা,
বলল, “তুমি এসেছ, আমরা তোমার অপেক্ষায় ছিলাম।”
পাহাড় পেরিয়ে আমি থামলাম কিছুক্ষণ,
এবার আমার ফেরার পালা।
বৃষ্টি হয়ে ঝরতে শুরু করলাম,
পাহাড়ের গায়ে বয়ে চলল শান্ত রিমঝিম।
আমি ভেজাতে থাকলাম মাটি,
পাথর থেকে শ্যাওলা।

তারপর আমি আবার উড়লাম মরুভূমির দিকে,
আরো দূরে, আরো ওপরে,
আমার যাত্রা হয়নি শেষ এখনো।

মরুভূমির বুকে ছড়িয়ে পড়ল আমার প্রথম ফোঁটা,
শুষ্ক বালুকা দিগন্তে শান্ত এক আলিঙ্গন,
দীর্ঘ প্রতীক্ষার যেখানে।
মাটির গভীরে অপেক্ষা ছিল দীর্ঘ শিকড়ের,
আমার স্পর্শে সবুজ হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা।
প্রতিটি ধূলিকণা যেন আবার নতুন করে শ্বাস নিতে শিখল।
আমি বয়ে গেলাম আরো দূরে,
নদীর শূন্যপথে ফিরে এলো জলের ধারা,
পাহাড়ে পাহাড়ে গুঞ্জন তুলল ঝর্ণার গান।
আর,
বনের পুড়ে যাওয়া শাখাগুলোতে ছুঁয়ে দিলাম স্পর্শ,
মৃত পাতাগুলো কুড়িয়ে নিল জীবনের ছায়া।
ফিরে এলো নতুন পাতা,
ফুটল ফুল, গান ধরল পাখিরা।
আমি উড়ে যেতে থাকলাম, নিরন্তর পথিক-

আর বুকে ভিত্র স্বপ্ন বিন্দু থেকে বিশাল সাগর হবো কবে!

আকাশের কাছে শিখেছি

আকাশের কাছে শিখেছি

তখন গভীর রাত,
জ্যোৎস্নায় সেজেছে গহন অরণ্য,
আমাজনের বুকে জাগে ঢেউয়ের গান,
ডলফিনের দল সাঁতরায় উচ্ছ্বাসে ভরা।

জলের কোলাহলে ভেসে ওঠে স্মৃতি,
আকাশের নিচে,
যেন অনন্ত রাত্রি,
পাহাড়ের ঢালে মৃদু সুর বাজে,
বাতাসে মিশে যায় বনান্তরের কথা।

পাতার মধ্যে শিহরন তোলে মন্দ বাতাস,
জীবনের কোলাহলে পূর্ণ সে আকাশ,
আকাশের কাছ থেকে শিখি ধৈর্যের পাঠ,
প্রকৃতির খোঁপায় বাঁধা মুক্তির রাত।

বৃষ্টি এলে নদীর জলে মিশে যায় আশা,
প্রতিটা ঢেউ বলে চিরন্তন ভালোবাসা,
আমুদে জলজেরা লাফিয়ে ওঠে খুশিতে,
তারা জানে, প্রকৃতির কণ্ঠে লুকানো মুক্তি।

এই জগৎটাই যেন এক আশ্চর্য গান,
আমরা তো সবাই সে গানেরই প্রাণ,
আকাশের কাছ থেকে শিখেছি সব,
জীবনের মানে, প্রকৃতির অদৃশ্য রূপ।

আমাজন নদী স্রোতের ধ্বনিতে,
বলে যায় গল্প চিরন্তন কাল,
আকাশে ভেসে যায় নক্ষত্রের মেলা,
ডলফিনের আনন্দে সেও হাসে খুশিতে।
এই পৃথিবীর বুকে জেগে থাকি আমরা,
শিখি আকাশের কাছ থেকে
ভালোবাসা অন্তহীন।

বোবা পাহাড়ের গল্প

বোবা পাহাড়ের গল্প

দেখ, আমি কবি নই-
তোমাদের জন্য শব্দের ফুলে ফুলে
গাঁথতে পারিনা কোন মালা!

আমি তোমদের জন্য শুধু
জানালা খুলে দেই
সেখানে বয়ে যায় ফুলের সুবাস
আর তোমরা চোখ বন্ধ করে
ভ্রমণ করো সেই ফুলের বাগান।

আমি আকাশ খুলে দেই
কালো আকাশের তারাদের ভরা হাটে
হেঁটে যাও-
নক্ষত্রের আলোর নীচে হেঁটে যাও-
ছুঁয়ে যাও কত মেঘ- সুখ আর দু:খের!

যখন শান্ত সমুদ্র থেকে
জীবনের সুর ভেসে আসে
ওখানে নীল জলের নীচে ভেসে কোষগুলো
হঠাৎ আবিষ্কার করে নিজেদের-
হঠাৎ মেলে দেখে - তারা একা নয়-
আর আমি বোবা পাহাড়
জেগে ওঠার ডাক দেই-

উঠে এসো সমুদ্রের নীচ থেকে আমার চূড়ায়
ওরা সব দল বেঁধে উঠে
চাঁদ আর সূর্যের দেশে - যেখানে প্রাণের মেলা!
আমি তো শুধুই জানি জাগানিয়া গান!

জেগে ওঠ
সুমুদ্রের গভীর থেকে
চাঁদ আর সূর্যের নীচে...

মেথুসেলাহ

মেথুসেলাহ

তুমি দাঁড়িয়ে আছো সময়ের দোলনায়,
বাতাসে ফিসফিস কত প্রাচীন কথা।
যুগের গভীর সাগরে গেঁথে আছে তোমার শিকড়।

ওহ মেথুসেলাহ, আমার প্রিয় প্রাচীন বৃক্ষ
নীরব আর জ্ঞানী,
তুমি জানো কবে ঝড়, খরা, আগুন আর তুষারের মধ্য দিয়ে,
মানুষেরা হেঁটে গেছে - আজও হেঁটে যায়-!
তুমি দেখেছো কি করে মানুষের মন
রুপকথা বোনে- কি করে সেই রুপকথা থেকে
মানুষেরা শিখেছে কত কথা!

তুমি শুধু জানো আর কেউ জানেনা
সমুদ্র হারালে পথ- মরু হয়ে যায়
আকাঙ্ক্ষা হারালে পথ
স্বপ্নের ঝুল হয়ে লেগে থাকে আকাশের গায়।

তোমার প্রতিটি ডালে লেখা আছে পৃথিবীর ইতিহাস।
খোদাই করা আছে তোমার বাকলে নক্ষত্রের দীর্ঘশ্বাস,
কত জ্যোৎস্নার রাত
কত শীত বসন্ত!
মেথুসেলাহ তুমিও জানো
সবকিছু একদিন শেষ হয়,

তোমার ছায়ায় আমরা খুঁজে পাই মানুষের ছায়া,
তোমার প্রাচীনতায় শেখাও ধৈর্যের নীরব আলিঙ্গন,
যখন আমরা মানুষেরা পথে হাঁটি,
রেখে যাই সামান্য চিহ্ন!

তুমি দাঁড়িয়ে থাকো আরো কয়েক হাজার বছর-
আমাদের সন্তানেরা অনাদিকালের
আসবে ঠিক দল বেঁধে তোমার কাছে-

তোমার পাশ ঘিরে বসে রবে ওরা-
আর তুমি খুলে দিবে বাকলের কিতাব
যেখানে লেখা আছে নীরবতায় মহাবিশ্বের গান-
তারা ঠিক অঙ্ক কষে বের করবে-
তোমার অক্সিজেন, কার্বোন্ডাইজ, ঝড়, ছায়া, বৃষ্টি আর তুষারের হিসাব।
আমাদের সন্তানেরা অনাদিকালের
আসবে ঠিক তোমার কাছে-
তোমার পাশ ঘিরে বসে রবে ওরা-
আর তুমি খুলে দিবে বাকলের কিতাব
যেখানে লেখা আছে নীরবতায় মহাবিশ্বের গান-
তারা ঠিক অঙ্ক কষে বয়ের করবে-
তোমার অক্সিজেন, কার্বোন্ডাইজ, ঝড়, ছায়া, বৃষ্টি আর তুষারের হিসাব।
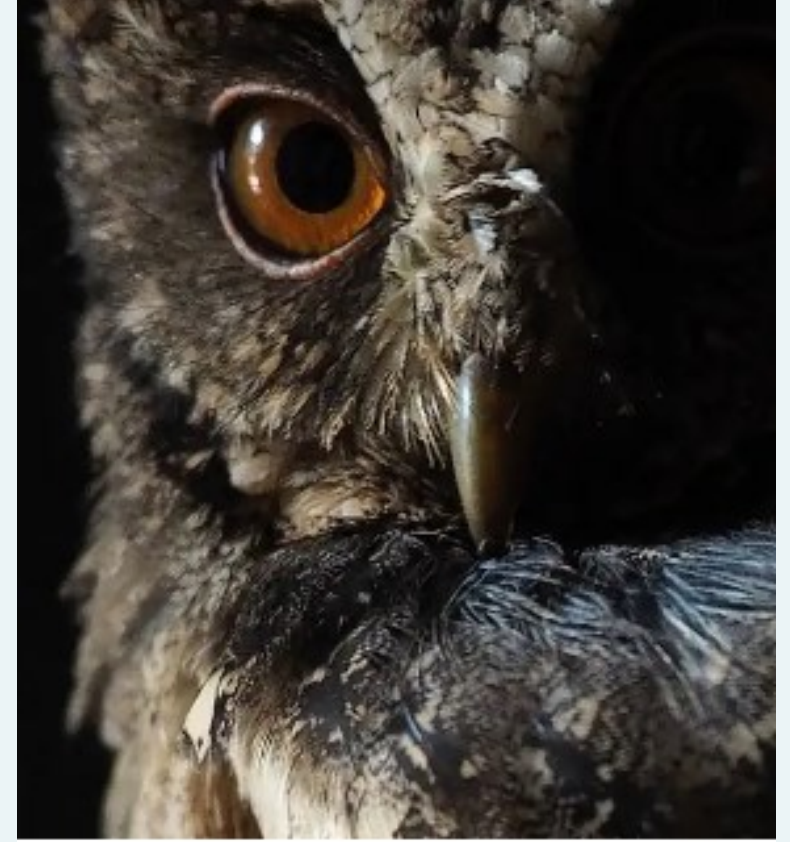
আমাজনের রাত্রি: ছায়ার সিম্ফনি

আমাজনের রাত্রি: ছায়ার সিম্ফনি

চাঁদের গায়ে আমাজনের ছায়া,
আর আকাশ ভেংগে আঁধার নেমেছে এ অরণ্যে,
জাগুয়্যার নিঃশব্দে চলে,
শুধু টের পায় পেশী আর ছায়া,
সোনালি চোখের তারায় রাতের ঝিলিক।

মেঘ ভাঙ্গা নদী, বয় ধীরে ধীরে,
রাতের ক্যানভাসে তারই প্রতিচ্ছবি।
কুমিরের দল- জলের উপারে শুধু ভাসে চোখ,
ঢেউয়ের বর্মে লুকানো শরীরের ভিতর,
আগুন জ্বলে থাকে- যার নাম ক্ষুধা।

দিনে জাগা গাছগুলো ঝুঁকে আছে ঘুমে,
স্বপ্ন দেখে- দানবেরা তাড়ায় জং ধরা করাত হাতে,
অথবা বসন্তের প্রারম্ভে-নির্দয় ঝড় আর দাবানল
এমন কাটাকুটি করে- আড়ালে লেপ্টে যায় কিশলয় পাতা আর ফুল।
তখন আড়মোড়া ভেঙে ওঠে নিশাচর বৃক্ষ আর, আর সব প্রাণ।

সবকিছুর উপরে,
চাঁদ ঝুলে আছে যেন কোনো পথের বাতি,
রুপালি আলো ছড়িয়ে দেয় ঝড়া পাতা আর
নিশাচর পাখী-বুনোদের নির্দয় নখরের ওপর,
রাত হয়ে ওঠে দাবার ঘুটি
যেখানে খেলা চলে সব খেলা দিনের মত!

শধু তারা জানে সেই সুর আর ছন্দ,
গাছগুলোর শিকড় বাকড়ের চেয়েও সেই সব প্রাচীন গান।
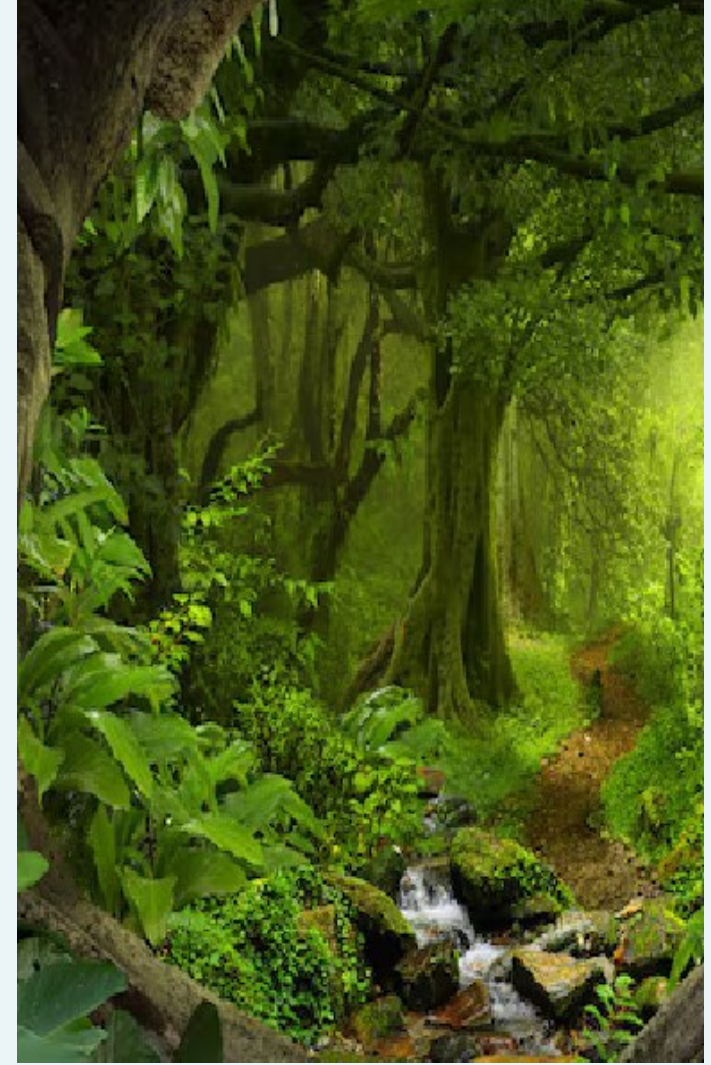
প্রাচীন রুপকথা

প্রাচীন রুপকথা

এ গল্প নাকি লেখা আছে আজও
এক প্রাচীন বৃক্ষের শিকড়ে।
সে বৃক্ষ কোথায়-
এ পৃথিবীর কেউ আর জানেনা।
কেউ বলে সেই পুরোনো গাছ-
কবেই বিলীন হয়ে গেছে
শুধু কথা আর গল্প বেঁচে আছে-
কেউ বলে সে বেঁচে আছে সাগরের নীচে-
কেউ বলে-
সে বৃক্ষ আজও বেঁচে আছে
দূর কোন আসমানে-
কেউ জানেনা তার ঠিকানা।
তবে সে বৃক্ষের ছায়ায় ছিল পাহাড়ের বাস
আর ঘাসফুলের বন- লক্ষ ফুল আর রঙ
যা দেখে প্রাচীন নিরেট রাত-
হয়ে গেল তারার আকাশ!
কেউ বলে
সেই বৃক্ষ নাকি
জলের এক বুদবুদ কে ভালোবেসেছিল,
ভালোবেসে ছিল
ভালোবেসে ছিল
আর বুদবুদ-

আমাজনিয়া সিন্ড্রোম

আবেগের বাস্প হয়ে ফেটে উঠে মরে যায়
আর বৃক্ষ ফুৎকারে কেঁদে উঠে- মরে যায়
বেঁচে ওঠে বুদবুদ -ফুৎকারে কেঁদে মরে যায়
আর বৃক্ষ বেঁচে ওঠে- আর ফুৎকারে কেঁদে মরে যায়!

মরে যাওয়া - আর বেঁচে ওঠার রুপকথা
এভাবেই চলে-
পৃথিবীতে ভালোবাসা আর প্রাণের কোরাস!

অনাগত পৃথিবীর সন্তান

অনাগত পৃথিবীর সন্তান

তোমাকে কোথায় রেখে যাচ্ছি
হে আমার সন্তান তোমাদের-
এই বিরান মুরুভূমিতে?

যেখানে,
বৃক্ষের বীজগুলো-
হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে
পুড়ে ছাই হয়ে যায়-!

দেখ, আমরা এমন দূরবীন তৈরি করেছি
আমাদের ভাসমান দূরবীন,
গ্রহ নক্ষত্রের কোথায় জল আছে
তার সন্ধানে সক্ষম -
সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে যে ফুল ফোটে
তাও খুঁজে পায়-

অথচ হে আমার সন্তান,
তোমাকে উপ্তপ্ত গোবি'র বালুকার মধ্যে শুইয়ে রেখে
আমি ঘুমাই-
আমি স্বপ্ন দেখি গ্রহ নক্ষত্রে কবে পৌঁছে যাবো।

হে আমার সন্তান,
আমার বিস্ময়
পৃথিবীর সমুদ্রের জল কেন বিদ্রোহ করে না,
কেন তারা অসংখ্য নদী হয়ে
সব মরুভূমির বুক চিরে বয়ে যায় না-

কেন মেঘেরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেনা-
আকাশে ভাসতে ভাসতে
তুমুল বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে না এই মরুর বুকে-
আমার ঘুমন্ত অনাগত সন্তানদের জন্য-

***The Son of the Earth" was created by Professor Dong Shubing of Tsinghua University in the Gobi Desert in Hongshanpo, Guazhou County, Gansu Province.

The sculpture is 15 meters long, 4.3 meters high and 9 meters wide. The title of the work means that we are all the children of the earth.

পুরোনো সময়

পুরোন সময়

তবে কি শরীর আমার
বয়ে যায় পুরোনো নদীর মত?
তবে পুরোনো মন আমার
জলাশয়ে ধারে দাঁড়িয়ে এক ঝোপ?
তবে বিষাদ আমার মেঘমালা
কেঁদে কেঁদে ভেসে যায়... অজানায়!

পাহাড়ের গায়ে ঝরে পড়া ঝরণার গান
কত যে পুরোনো সুর
মানুষের দেহের ভিতর সেই নদীগুলো
মানুষের দেহের সেই সব পাথুরে পাহাড়
মানুষের দেহের ভিতর সেই সব ফুল প্রজাপতি
মানুষের দেহের ভিতর
ফুলে ভরা বাগানের ঘ্রাণের ভিতর দিয়ে
উড়ে যায় পাখা মেলে রঙিন কাকাতুয়ার ঝাঁক।

টেথিসের জল শুকে গেছে কবেই কে জানে-
সাহারার জল শুকে গেছে কবে কে জানে-
গোবি'র জল শুকে গেল- কে জানে বল-
পাথরের ভিতরে এক শামুকে
সময়ের কত গল্প লেখা-

আমাজনিয়া সিন্ড্রোম

জানে না শ্বেত ভালুক
কবে থেকে পড়ছে বরফ
জাগুয়ারের জ্বলে জ্বলে চোখে নেই
সময়ের হিসাব!

তবে কি সমুদ্রের নোনা নীলজলে
লেখা আছে সব!
মানুষের দেহ ধারণ করে আছে
পুরোনো সময়!

তবে কি আমার শিরায় বয়ে চলে
নদীর ধারা, পাহাড়ের গান?
তবে কি চোখে জমে থাকা অশ্রু
পুরোনো সমুদ্রের ঝাপটা শুধুই?

মাটি-গড়া মানুষ শরীর নিয়ে
সময়কে স্পর্শ করে প্রতিদিন!

মৃত সমুদ্র

মৃত সমুদ্র

এখানে কোনো স্রোত নেই, নেই স্পন্দ, বিরহী বাতাস বড় একা,
আমি শব্দহীন মৃত সমুদ্রের পাশে দাঁড়িয়ে
দেখ, আমরা খুঁজি জীবন-অন্ধকারের জ্বলতে থাকা এক পিদিম।

তীরে বিস্তীর্ণ আসা নোনা জল মরে আছে বালির ভিতর,
যেন স্বপ্নের ভাঙ্গাচোরা টুকরো,
মানুষের ক্লান্ত শরীরে ধুলোর মত লেগে যায়।

তবুও আমরা খুঁজি,
যুদ্ধে বিধস্ত ক্ষতবিক্ষত নগরীর মতো,
ভেঙে পড়া আশার মিনার,
আর পুড়ে যাওয়া গ্রন্থাগারের আমাদের ভালোবাসা।

বৃষ্টির অপেক্ষায় শুকনো নদীরা হারিইয়েছে পথ বিরান মরুতে,
মেঘহীন আকাশে ভাসে কেবল শূন্যতার হতাশা-
তবু কাঁদে শুষ্ক চোখ নিয়ে
মৃত সমুদ্রের জল কি একদিন আবার ফুসে উঠবে?
নাকি এভাবেই ডুবে যাবে আমাদের স্বপ্ন,
অন্ধকারের গহন অতলে?
জানো, মানুষেরা শিখেছে ভাঙতে,
গড়তে জানলেও ভুলে গেছে অনেক কিছু;
তবুও তারা দুর্যোগের চোরাবালিতে হাঁটে,
পা বাড়ায়- একটি আকাঙ্খায়
একটি নতুন সকাল,
একটি নতুন পৃথিবীর খোঁজে।

জলবায়ু ও মানবতা

জলবায়ু ও মানবতা

ধ্যানী,
তুমি এক পাথরের উপর মগ্ন
পাহাড়ের পাদদেশে,
ঝরণার ধারে-
এক পৃথিবী কাঁপছে আজ,
মানুষের স্পর্শে,
তুমি কি অনুভব কর তার আর্তনাদ?

চারপাশে ছিল একদিন বুনোফুল,
লতানো বৃক্ষ ঘিরেছিল তোমায়,
আজ সেখানে রুক্ষ মাটি,
ঝরে যাওয়া পাতার শোক!

তোমার শরীর বেয়ে উঠতো যে সবুজ,
সে সবুজ এখন কালো ধোঁয়ার পথে,
নগরীর করাল ছায়ায় ঢাকা।

আকাশের দিকে ধাবমান যে বাতাস,
তাও ভারী আজ, বিষে ভরা!

রাতের তারা, যারা ছিল প্রকৃতির সখা,
তাদের আলোও আজ ম্লান,
ধোঁয়াটে আকাশের ঢেউয়ে ঢাকা!

তুমি কি জান, তুমি কি দেখ,
মানুষের লোভে জ্বলে ওঠা আগুন-
পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিয়েছে যন্ত্রণা,
তোমার ধ্যান কি তাদের শুনতে পায়?

অবিচল তুমি, কিন্তু পৃথিবী নয়,
সমুদ্র ফুলে উঠছে ক্রোধে,
বাতাস বহে বিষের গন্ধ।
এই পৃথিবী একদিন ছিল শান্ত,
মানুষের হাতে হয়েছে ক্লান্ত!

তবুও, কোথাও এক আশা রয়ে গেছে-
মানুষের মাঝে,
তুমি কি তাদের জাগরণ শুনতে পাও?

মানুষ যুদ্ধবাজ

মানুষ যুদ্ধবাজ

মানুষেরা কি যুদ্ধবাজ?
বল, আমরা মানুষেরা কোথায় ধ্বংস করিনি?
পৃথিবীর বুক, আকাশের ছাদ,
সমুদ্রের তল-সবখানে ছড়িয়ে মৃত্যুর কাহিনি।
তবুও জিজ্ঞেস করো-মানুষেরা কি যুদ্ধবাজ?

তারা ভাঙে পাহাড়, উজাড় করে বন,
গাছেরা কাঁদে, আমরা শুনিনা তাদের নির্বাক আকুতি।
পাখিদের ডানা ভেঙে উড়াই পতাকা,
শান্তির নামে ঘরে ঘরে জ্বালাই আগুন।

নদীরাও স্বাক্ষী হয়ে আছে কত রক্ত স্রোতের,
চণ্ডালী চেতনায়
ধ্বংসের মাঝেই আমরা বীরত্ব খুঁজি,
মানুষেরা তবে কি প্রকৃতির শত্রু নয়?
তারা যুদ্ধে নামে ক্ষমতার লোভে,
নিরীহ মুখগুলো কেবল কাঁদে অন্ধকারে।

আর তাদের মুখে থাকে সভ্যতার গান,
অস্ত্র হাতে উচ্চ স্বরে গায়।
মানুষেরা যুদ্ধবাজ-নাকি শুধু বোকা?
নিজেদের খেয়ালেই ফেলে দেয় পৃথিবীকে অন্ধকারে,
তবুও মানুষই পারে ফেরাতে আলো,
যদি চায় মিলেমিশে কাটাতে জীবন, শান্তির ডাকে।

পথ রেখে গেছি

পথ রেখে গেছি

পথ রেখে গেছি এ পৃথিবী জুড়ে
আমার শরীর দিয়ে এঁকে!

নদী, সমুদ্র, জলাশয়, মরুভূমী, পাহাড়, অরণ্যে-
কোথায় পথ রেখে যাইনি?
এমনকি আকাশেও
যদি অন্ধকার রাতে
মনে নির্জনতা রেখে
অজস্র তারার দিকে তাকাও
দেখবে- আমি সেখানে পথরেখা এঁকে রেখেছি।

জীবন এক মিশ্র রসায়নের খেলা,
যেখানে অর্জন অনেক কিছু-
প্রথমেই ছিল শুধু প্রেম-
আর দিনে দিনে তোমরা আরো কত যোগ কর
যেমন বিষাদ, হতাশা, দুঃখ আরো কত বোধ...

বেঁচে থাকার গল্পে
বিয়োগ অংক জানা বড় প্রয়োজন,
যেমন জানা প্রয়োজন সুখের ভাঁজেও বেদনার লুকানো সংযোগ,

প্রতিটি হাসির পেছনে,
কোনো না কোনো শূন্যতা জমা থাকে,
তবু চলার পথে থেমে যাওয়া যায় না।
জীবনকে ভাঙতে শেখো,
ভাঙার পর নতুন হিসাব শুরু হয়।
বড় মায়া এ পৃথিবীর,
তবু যেতে হয় বিদায় বলে,

সব পথে শেষ আছে, শেষেই শুরু হয় নতুন পথের খোঁজ।
পথের চিহ্ন শুধু দেখায় নতুন পথ-
খুঁজে নাও কোন পথে যাবে তুমি?

বিভাজন

বিভাজন

তবে কি আমরা যেদিন
আমাদেরকে হিউম্যান বললাম
আর গুটিয়ে নিলাম অন্যদের থেকে
যাদের নিয়ে আমরা!
আমাদের বিবেচনা থেকে
আমরা বিভাজিত হলাম
সে আমি তুমি তোমরা তে!

অথচ এ বৃক্ষকূলের সাথে নিশ্বাসের সম্পর্ক
আমরা প্রাণীকূল যে নিশ্বাস নেই
তা তো বৃক্ষরাই দিয়েছে-
বিনিময়ে আমরাও যে প্রশ্বাস ত্যাগ করি
তাতো বৃক্ষকূলের জন্যেই!
আর চারপাশের প্রাণীকূল
আর নি:শ্বাস যদি জীবন বিবেচিত হয়-
তবে বৃক্ষ আর মানুষ মিলেই তো জীবন!
আমাদের নি:শ্বাস তাদের বুকে
আর তাদের নি:শ্বাস আমাদের বুকে!

কেন আমরা মানুষেরা
ভুলে গেলাম সেই যোগবিয়োগের অংক।
অথচ বৃক্ষরা মনে রেখেছে সব!
তবে কেন আমরা মানুষ হয়ে,
নিজেকে বড় ভাবতে চাইলাম?

যেখানে প্রতিটি প্রাণ,
একই সূত্রে বাঁধা এই প্রকৃতির গহীনে,
কেন নিজেকে আলাদা করে নিলাম?
বৃক্ষ জানে না বিভাজন,
প্রাণীকুল জানে না শ্রেষ্ঠত্বের মোহ।

তারা একসূত্রে গাঁথা এই জীবনের মালায়,
মনে রেখেছে কেবল দিতে শেখা।
তবু আমরাই যেন ভেঙে দিচ্ছি
এই জীবনঘনিষ্ঠ বৃত্ত।
যে দিন গড়েছি সভ্যতার দেয়াল,
সে দিনই হয়তো শুরু হয়েছিলো বিচ্ছেদ।

আমি এ পাথরে যখনি দাঁড়াই

আমি এ পাথরে যখনি দাঁড়াই

আমি এ পাথরে যখনি দাঁড়াই
রাতে
ভরা জ্যোৎস্নায়
নিরালায়
আমার চারপাশে মেঘে ভিজি
বাস্পে- না নাকি বৃষ্টিতে
না কি অশ্রুতে-
জানিনা-
আমার আঙিনায় দু:খের ফুল ফুটে থাকে-!

এই যে এখানে দাঁড়িয়ে
আমি উর্ধ্ব গমনের কথা ভাবি
আমার ভাবনা জুড়ে উর্ধ্বে গমণ-
অজানা নক্ষত্রের আকাশ
আমার পায়ের নীচে শীতল পাথর
তার নীচে পাহাড়
ঝরণার জল ঝরে অবিশ্রান্ত
তার নীচে অরণ্য এক গর্ভবতী হরিণ
সদা ফুল ফুটে ফুটে সাঁঝের আলোতে
ডোরাকাটা শাড়ি পরে -
ছোট এক আয়নায় মুখ দেখে হাসে!

আর মাথার উপর দিয়ে প্রেম গীত গায়
দল বেধে কথাবলা টিয়াদের দল-আর সব পাখী
কেঁদে কেঁদে উড়ে যায়-

আর সব যারা জলের নীচে
মুখ তুলে আকাশের দিকে রাত দেখে ভুলে যায়
দিনের সব দু:খের স্মৃতি -
তার চারপাশ ঘিরে আছে বিরান ভূমি
বুড়োদের মত যার অতীতেই মন পড়ে থাকে-
স্বপ্ন নেই যার- অলৌকিক গল্প ছাড়া-
তারপর ঘিরে জল
নোনা
পৃথিবীর ইতিহাস দিনেদিনে নুন হয়ে গেছে
এককোষী বহুকোষী সবার ইতিহাস!

চাঁদের আলোতে আমার সব শরীর নিয়ে
আমি এ পাথরে দাঁড়ায়ে আছি কতকাল
রাতে
ভরা জ্যোৎস্নায়
নিরালায়!

ধন্যবাদ

সমাপ্ত